



<https://printo.it/pediatric-rheumatology/BD/intro>

ডাফেসিয়িনেসী অফ আইএল-১ রসিপেটর এন্টাগোনিস্ট (ডআইআরএ)

বিরণ 2016

রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা।

কভাবে রোগ নির্ণয় করা যায় ?

প্রথমত রোগে লক্ষণসমূহ বচির করে ডআইআরএ সন্দেহ করতে হবে। ডআইআরএ জনেটেকি এনালাইসিসে মাধ্যমে প্রমাণ করা যতে পারে। যদি রোগী ২টি মিউটেশন বহন করে, তবে ডআইআরএ নিশ্চিত করা যায়। প্রতিটি মিউটেশন বাবা ও মা হতে প্রাপ্ত। জনেটেকি এনালাইসিস প্রতিটি টারশিয়ারী কয়োর সনেটরে নাও থাকতে পারে।

এই পরীক্ষার গুরুত্ব কি?

ESR), CRP, whole blood count ও fibrinogen এর মত পরীক্ষাগুলে সক্রিয় রোগে সময়ে প্রদাহের মাত্রা নিরূপনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

লক্ষণযুক্ত হবার পর ও এই পরীক্ষাগুলে আবার করে ফলাফল স্বাভাবিক বা প্রায় স্বাভাবিক কনি তা দেখা হয়। জনেটেকি এনালাইসিসে জন্য সামান্য পরিমাণ রক্তের প্রয়োজন হয়। যসেকল শিশু আজীবন এনাকনিরা চিকিৎসায় রয়েছে তাদের পর্যবেক্ষণের জন্য অবশ্যই রক্ত ও প্রস্রাব পরীক্ষা করতে হবে।

এটি কি চিকিৎসা বা নিরাময়যোগ্য ?

নিরাময়যোগ্য নয়, তবে আজীবন এনাকনিরা দ্বারা চিকিৎসা করে নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব।

চিকিৎসা কি?

এন্টিনফ্লামটেরী ঔষধ দ্বারা ডআইআরএ পর্যাপ্তভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। উচ্চমাত্রার কর্টিকোস্টেরয়েডে রোগে লক্ষণসমূহকে আংশিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, কিন্তু এতে কিছু অনাকাঙ্খিত পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হয়। এনাকনিরা ফলপ্রদ হবার পূর্বে হাড়ের ব্যথা কমানোর জন্য ব্যথানাশক ব্যবহার করা যতে পারে। এনাকনিরা, আইএল-১আরএ এর কৃত্রিমভাবে তৈরী রূপ, য়ে প্রোটিনটি ডআইআরএ রোগীদের কম থাকে। ডআইআরএর একমাত্র ফলপ্রদ চিকিৎসা প্রতিদিন এনাকনিরা ইঞ্জেকশন। এভাবে প্রাকৃতিক আইএল-১আরএ এর ঘাটতি পূরণ করা হয় এবং রোগ নিয়ন্ত্রণে আসে। বার বার রোগে আক্রমণও এভাবে প্রতিরোধ করা যায়। এভাবে, বাকী জীবন ঔষধ সবেন করে যতে হয়। প্রতিদিন ঔষধ সবেন করলে বেশীরভাগ রোগীর লক্ষণসমূহ দূরীভূত হয়। তবে

কিছু রোগীর আংশিক প্রভাব দেখা যায়। চিকিৎসকরা পরামর্শ ব্যতীত ঔষধে পরিমিত পরিবর্তন করা উচিত নয়।
ঔষধ সবেন বন্ধ করে দিলে রোগ আবার ফিরে আসবে। এটি একটি মারাত্মক রোগ বধায় এমনটুকু করা সংগত নয়।

ঔষধে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া কি?

সবচেয়ে কমটুকু হচ্চে ইঞ্জেকশনের স্থানে পোকাকার কামড়ের মত ব্যথা। বিশেষ করে চিকিৎসার প্রথম সপ্তাহে তা যথেষ্ট ব্যথাময়। ডায়াইআরএ ব্যতীত অন্য রোগে আক্রান্তদের জীবন সংক্রমন ঘটে। ডায়াইআরএ আক্রান্তদেরও একই প্রতিক্রিয়া হয় কখনো তার কারণ জানা যায় নাই। এনাকনিরা দ্বারা চিকিৎসা করা হচ্চে এমন কিছু বাচ্চার আশাতীতভাবে ওজন বৃদ্ধি ঘটে। আমরা জানিনা ডায়াইআরএ তেও তা হয় কিনা। ২১ শতকে শুরু হতে এনাকনিরা শিশুদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। কাজেই দীর্ঘময়াদী কোন পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া আছ কিনা, তা এখনো অজানা।

কতদিন চিকিৎসা করতে হবে?

আজীবন

পর্যাপ্ত নয় অথবা বিলম্ব চিকিৎসা কি?

এমন কোন চিকিৎসা এ রোগে জন্ম নেই।

কিধরনের কালক্রমিক চকে আপ জরুরী?

বছরে অন্তত দুইবার রক্ত ও প্রস্রাব পরীক্ষা জরুরী।

রোগটুকু কতদিন থাকে ?

আজীবন

পরিচালনা কি?

শীঘ্র চিকিৎসা শুরু করে চালাতে থাকলে ডায়াইআরএ আক্রান্ত শিশুরা সম্ভবত স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারে।
রোগ নির্ণয়ে বলিম্ব হলো বা নির্দেশমত ঔষধ সবেন না করলে রোগ ক্রমবর্ধমান হতে পারে। এতে বৃদ্ধি ব্যাহত হয়, অঙ্গবিকৃতি, পঙ্গুত্ব, চর্মের ক্ষত ও মৃত্যুও হতে পারে।

সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ কিসম্ভব ?

না, কারণ এটি জন্মগত সমস্যা। কাজেই আজীবন চিকিৎসা রোগীকে বাধাহীন স্বাভাবিক জীবনের সুযোগ দিতে পারে।